



## 219038 - ঈমান আনার কারণ ও না-আনার প্রতাবিন্দকতাগুলো ক'কি?

প্রশ্ন

ঈমান আনার কারণ ও না-আনার প্রতাবিন্দকতাগুলো ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: ঈমান আনার কারণসমূহ অনেকে। যমেন-

১। ইলম অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: কনিতু তাদরে মধ্যযে যারা জ্ঞানে মজবুত তারা ও মুমনিগণ আপনার প্রতি যা নাযলি করা হয়েছে এবং আপনার আগে যা নাযলি করা হয়েছে তাতে ঈমান আনো।”[সূরা নসি, আয়াত: ১৬২]

২। সত্যকে গ্রহণ করা, অহংকার না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এটা আখরোতের সৈ আবাস যা আমরা নরিধারতি করি তাদরে জন্ম যারা যমীনে উদ্ধত হতে ও বপির্য়য় সৃষ্টি করত চায় না। আর শুভ পরণিম মুতাকীদরে জন্ম।”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৮৩]

৩। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিগিত নদির্শনগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে রাত ও দিনেরে পরবির্তনে নদির্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্ম।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৯০]

৪। মথিয়াপ্রতপিন্কারীদরে পরণিতিনিয়ৈ চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তারা ক যমীনে ভ্রমণ করেনি তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতশিক্তিসম্পন্ন শ্রবণরে অধিকারী হতে পারত।”[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৪৬]

৫। আল্লাহর পাঠানো কতিব ও তাঁর শরয়ী নদির্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এক মুবারক কতিব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযলি করছি, যাতৈ মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতৈ বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তরি গ্রহণ করে উপদশে।”[সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯]

৬। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যভোবে আপনি আদষ্টি হয়েছেন। আর আপনি তাদরে খয়োল-খুশীর অনুসরণ করবনে না; এবং বলুন, আল্লাহ যৈ কতিব নাযলি করছেন আমি

তাতৈ ঈমান এনছে।”[সূরা শূরা, আয়াত: ১৫]

৭। ঈমানদারদের সঙ্গ গ্রহণ এবং কাফরে ও পাপীদের সঙ্গ ত্যাগ: আল্লাহ তাআলা বলেন: “যালমি ব্যক্তিসদেনি নজিরে দুহাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসুলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম। হায়, দুর্ভাগে আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করছিল আমার কাছে উপদেশে পট্টহার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।”[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ২৭-২৯]

৮। সুস্থ-সরল ববিকেকে কাজে লাগানো। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তারা বলবে, ‘যদি আমরা শুনতাম অথবা ববিকে-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জলন্ত আগুনের অধবাসী হতাম না।’”[সূরা মুলক, আয়াত: ১০]

৯। ভাল কাজ পছন্দ করা এবং কুফুরি ও পাপ কাজকে ঘৃণা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করছেন এবং সটোক তে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করছেন। আর কুফুরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করছেন তোমাদের কাছে অপ্রিয়।”[সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭]

১০। সব কারণের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও বান্দার জন্য ভাল তাকদীর নির্ধারণ করে রাখা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ২৫]

দুই:

ঈমান না-আনার প্রতিবন্ধকতাও অনেকে। যমেন-

১। অজ্ঞতা এবং ঈমানী মহান শিক্ষা ও দিক নির্দেশনাগুলো না জানা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বরং তারা যে বিষয়ে জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তাতে মথিয়ারোপ করেছে, আর যার প্রকৃত পরিণতি এখনও তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও মথিয়া আরোপ করছিল, কাজেই দেখুন, যালমিদের পরিণাম কি হয়েছে।”! [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১১১] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, “কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।”[সূরা আনআম, আয়াত: ৩৭]

২। হিংসা ও বদ্বিষে; যা হচ্ছে ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, “কতিবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফরেরূপে ফরিয়তে নতি পায়! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নজিদের পক্ষ থেকে বদ্বিষেষতঃ (তারা এটা করতে থাকে।)” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০৯]

৩। অহংকার। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নদিশনসমূহ থেকে আমি তাদের

অবশ্যই ফরিয়ি়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকেটিনিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও এটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কবিতু তারা ভুল পথ দেখলে সটোক পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য য়ে, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মথিয়ারোপ করছে এবং সযে সম্বন্ধে তারা ছলি গাফলে।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৬]

৪। সত্য থকে মুখ ফরিয়ি়ে নয়ো ও সত্যকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “অতঃপর যদিতারা মুখ ফরিয়ি়ে নয়ে, তবযে আপনাকে তযে আমরা এদরে রক্ষক করে পাঠাইনি।”[সূরা শূরা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “পূর্বে যা ঘটছে তার কছি সৎবাদ আমরা এভাবে আপনার নকিট বর্ণনা করি। আর আমরা আমাদের নকিট হতে আপনাকে দান করছে যকির। এটা থকে যযে বমিখ হবযে, অবশ্যই সযে কয়িমতরে দনি মহাভার বহন করবযে। সটোতে তারা স্থায়ী হবযে এবং কয়িমতরে দনি তাদরে জন্য এ বোঝা হবযে কত মন্দ!”[সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ৯৯-১০১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “অতএব আপনি তাকে উপকেষা করে চলুন যযে, আমাদের স্মরণ থকে বমিখ হয় এবং কবেল দুনিয়ার জীবনই কামনা করযে।”[সূরা নাজম, আয়াত: ২৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর যযে রহমানরে যকিরি থকে বমিখ হয় আমরা তার জন্য নয়িজতি করি এক শয়তান, অতঃপর সযে হয় তার সহচর।”[সূরা যুখবুফ, আয়াত: ৩৬]

৫। ঈমানকে বুঝার পরযে, দললি জানার পরযেও প্রত্যাখ্যান করা, গ্রহণ না করা। জানার পরযেও হঠকারতি করা। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আমরা যাদরেকে কতিব দয়িছেতারা তাকে সন্রূপ চনিযে যরূপ চনিযে তাদরে সন্তানদরেকে। যারা নজিরোই নজিদেরে ক্শতি করছে, তারা ঈমান আনবে না।”[সূরা আনআম, আয়াত: ২০] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “অতঃপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদরে হৃদয়কে বাঁকা করে দলিনে। আর আল্লাহ ফাসকি সম্প্রদায়কে হদোয়াত করনে না।”[সূরা সাফফ, আয়াত: ৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “এভাবেই ফরিয়ি়ে নয়ো হয় তাদরেকে যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করযে।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৬৩]

৬। বলিসতিয় ডুবযে থাকা, নয়োমতরে অপচয় করা। আল্লাহ তাআলা বলনে, “আর যারা কুফরী করছে যদেনি তাদরেকে জাহান্নামরে সামনে পশে করা হবযে (সদেনি তাদরেকে বলা হবযে) ‘তযেমরা তযেমাদরে দুনিয়ার জীবনই যাবতীয় সুখ-সম্ভার নয়িযে গছে এবং সগেলো উপভোগও করছে। সুতরাং আজ তযেমাদরেকে দযো হবযে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তযেমরা যমীনযে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তযেমরা নাফরমানী করতে।”[সূরা আহকাফ, আয়াত: ২০] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে, “ইতোপূর্বে তারা তযে মগ্ন ছিলি ভোগ-বলিসযে।”[সূরা ওয়াক্বিয়া, আয়াত: ৪৫]

৭। সত্যকে ও সত্য গ্রহণকারীকে তুচ্ছ-তাচ্ছলি় করা। আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহসি সালাম এর এর উম্মত সম্পর্কে বলনে, তারা বলল, ‘আমরা কতিতযেমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ তযেমার অনুসরণ করছে নীচুজাতরযে।”[সূরা ওয়াক্বিয়া, আয়াত: ১১১]

৮। পাপ কাজ করা ও আল্লাহর আনুগত্য থকে বরযিযে শয়তানরে আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলনে, যারা অবাধ্য হয়ছে



এভাবেই তাদের সম্পর্কে আপনার রবরে বাণী সত্য প্রতাপিন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৩]

৯। অন্তররে কাঠনিযতা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “সুতরাং যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপততি হল, তখন তারা কনে বনিত হল না? কনিতু তাদের হৃদয় নষিঠুর হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করছিল।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৪৩]

১০। আল্লাহ যা নাযলি করছেন সেটাকে অপছন্দ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযলি করছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নষিফল করে দিয়েছেন।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ৮-৯]

আল্লাহই ভাল জানেন।